কুষ্টিয়ায় পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে ডাকাত নিহত, অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিপুরের শালদা গ্রামে পুলিশের সাথে ডাকাত দলের বন্দুক যুদ্ধে মো: পারভেজ নামে এক ডাকাত নিহত হয়েছে। বুধবার রাত ৩টার দিকে এই বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে একটি বিদেশী পিস্তুল, একটি ম্যাগাজিন, তিন রাউন্ড গুলি ও রামদা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত ডাকাত মো: পারভেজ কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া রাজারহাট এলাকার ইউসুফ আলী খানের ছেলে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ডাকাতিসহ বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা জানান, মোঃ পারভেজকে আটকের পর তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারে কুষ্টিয়া সদরের হরিপুর ইউনিয়নের শালদা গ্রামে পৌছালে উৎপেতে থাকা ডাকাত দলের সদস্যরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়।

পরে ডাকাতরা পিছু হঠলে ডাকাত পারভেজকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে জরুরী বিভাগের কতর্ব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। ওসি জানান, পারভেজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ডাকাতিসহ বেশ কয়েকটি মামলা রযেছে।

নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে প্রেরন করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বাস-ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

কুষ্টিয়ায় বাস-ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছে।

বুধবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের তালবাড়ীয়া পুলিশ ক্যাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে।

কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার আলী সাজ্জাদ বলেন, ক্য়ুাকাটা থেকে পিকনিকের একটি বাস পাবনা ফিরছিলো। এসময় তালবাড়ীয়া পুলিশ ক্যাম্পের সামনে বগুড়া থেকে নড়াইলগামী একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে করে ট্রাকের চালক নাবিল হোসেন ও ইব্রাহিম হোসেন ঘটনাস্থলেই মারা যান।

এসময় বাসের কয়েকজন আহত হয়। তাদের কয়েকজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

বিএসএমএমইউতে খালেদা জিয়ার মুক্তির চিঠি

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্তি হচ্ছে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার। তার মুক্তির চিঠি এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) পৌঁছে গেছে। এই চিঠি নিয়ে গেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার ইকবাল কবির চৌধুরী।

বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে এই কারা কর্মকর্তা বিএসএমএমইউয়ে চিঠিটি নিয়ে যান।

এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিএসএমএমইউয়ের উপাচার্য (ভিসি) কনক কান্তি বড়ুয়া।

তিনি বলেন, কারা কর্মকর্তাসহ হাসপাতালের পরিচালক খালেদা জিয়ার কেবিনের সামনে অবস্থান করছেন। তার মুক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক সব কাজ শেষ করেছেন তারা।

খালেদা জিয়াকে গ্রহণ করতে বিএসএমএমইউয়ে অপেক্ষা করছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ পরিবারের সদস্যরা।

এর আগে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের আবেদনের ফাইলে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই ফাইল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হয়ে এরই মধ্যে কারা অধিদফতরে পৌঁছে গেছে। এখন কারা অধিদফতরের মুক্তির প্রক্রিয়ার শেষ করার অপেক্ষা।

কারা সূত্র জানায়, সাজা বাতিলের ফাইলটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হয়ে বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যায়। সেখানে স্বরাষ্ট্র সচিবের স্বাক্ষরের পর কারা অধিদফতরে যায়। কারা অধিদফতর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার ইকবাল কবির চৌধুরীর কাছে হস্তান্তর করবে। সেই কাগজ নিয়ে বিএসএমএমইউয়ে গিয়ে খালেদাকে মুক্তি দেবেন জেল সুপার।

আইজি প্রিজন্স ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোস্তফা কামাল পাশা জানান, ফাইলটি কারা অধিদফতরে এসেছে। খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়ার আনুষ্ঠানিকতা চলছে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার ইকবাল কবির চৌধুরী জানান, কারা অধিদফতর থেকে আমাকে ফোন দেয়া হয়েছিল। আমি কাগজটি নিতে অধিদফতরে যাচ্ছি।

মুক্তির শর্ত হিসেবে বাসায় অবস্থান করতে হবে খালেদা জিয়াকে। চিকিৎসা নিতে হবে দেশেই। সাজা মওকুফকালীন ছয় মাস তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না।

এর আগে মঙ্গলবার বিকালে হঠাৎ করেই ডাকা সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়াকে মুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্তের কথা জানান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

তিনি বলেন, মানবিক দিক বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দুই শর্তে তাকে মুক্তি দেয়ার এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। খালেদা জিয়া বাসায়

থেকে চিকিৎসা নেবেন এবং বিদেশ যেতে পারবেন না- এমন শর্তে তাকে মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দণ্ডাদেশ ছয় মাসের জন্য স্থগিত করে সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

সরকারি এ সিদ্ধান্ত জানার পর থেকে বিএনপির লাখ লাখ নেতাকর্মী ও খালেদা জিয়ার পরিবার তার মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন।

বুধবার সকাল থেকেই শোনা যাচ্ছিল তিনি মুক্তি পাবেন। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দণ্ডের কার্যকারিতা স্থগিত করে শর্তসাপেক্ষে তাকে মুক্তি দেয়ার আদেশের নথি বুধবার সকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছায়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা শরীফ মাহমুদ অপু বুধবার দুপুরে গণমাধ্যমকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর আজ দুপুর ১২টার দিকে ওই নথি আমাদের কাছে এসেছে। এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন তৈরি করে কারা কর্তৃপক্ষকে পাঠাবে। এর পরই ওই ফাইল কারা কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায়।

উল্লেখ্য, জিয়া এতিমখানা ট্রাস্ট ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ১৭ বছরের কারাদণ্ড নিয়ে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কারাগারে বন্দি আছেন খালেদা জিয়া।

প্রথমে পুরান ঢাকার পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হলেও গত বছর ১ এপ্রিল থেকে তাকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দেয়া হয়।

খালেদার জামিনের জন্য আইনজীবীরা গত দুই বছরে বহুবার আদালতে গেছেন, কিন্তু জামিন হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে মার্চের শুরুতে খালেদা জিয়ার সাময়িক মুক্তি চেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করার খবর আসে

যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কয়েকটি স্থানে শ্রমিকরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার সময় সেখানে বাধা দেওয়া হয় এবং কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়।

একই সাথে একই স্থানে পাঁচ জনের অধিক লোক থাকলে সেখান থেকে তাদেরকে সরানো হয়েছে। অভিযান চলাকালে পুলিশের একটি দল সেখানে উপস্থিত ছিল এবং ডিবির একটি দল একইসাথে তাদের অভিযান পরিচালনা করেন। দিনের শুরুতে মেহেরপুর শহরের প্রধান সড়কগুলোতে ইজিবাইকের দেখা মিললেও দুপুরের পর থেকে ইজিবাইক চলাচল কম করতে দেখা গেছে।

মাস্ক বিক্রি শুরু মেহেরপুরে ফুটপাতে

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুরে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার পর শহরের ফুটপাতে মাক্স বিক্রি শুরু হয়েছে।

বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের বড়বাজার এলাকায় বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসা কেন্দ্রের প্রধান ফটক বন্ধ রেখে সামনে মাক্স ঝুলিয়ে বিক্রি করতে দেখা গেছে।

এদিকে ক্রেতাদের অভিযোগ ১০ থেকে ১৫ টাকার মাক্স এখন ৪০/৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এদিকে শুরু থেকেই ছাত্রদের রাস্তায় বের হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও রাস্তার পাশে শিশুদের মাক্স বিক্রি করতে দেখা গেছে।

আরও ১ জনের মৃত্যু,২৪ ঘণ্টায়

করোনায় নতুন কোনো আক্রান্ত নেই

দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এনিয়ে মৃত্যের সংখ্যা দাঁড়ালো ৫। এইসময় আর নতুন কোন রোগী শনাক্ত হয়নি। করোনা ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন আরও ২ জন। সবমিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ৭ জন।

আজ বুধবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন লাইভ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, এ পর্যন্ত দেশে মোট ৭৯৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে আরও ৮২ জনের জনের। এদের মধ্যে নতুন করে কেউ আক্রান্ত হননি। ফলে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩৯-ই থাকলো।

তবে আগে থেকে যারা আক্রান্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন আজ বুধবার সকালে মারা গেছেন। তার বয়স ছিল ৬৪ বছর। তিনি উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। বিদেশ ফেরত এক ব্যক্তির সংস্পর্শে থেকে গত ১৮ই মার্চ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন তিনি। এরপর স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অবস্থার অবনতি হলে গত ২১শে মার্চ তাকে রাজধানীর কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

তিনি আরও জানান, দেশে বর্তমানে করোনা নিশ্চিত বা সন্দেহভাজন এমন ৪৭ জন আছেন আইসোলেশনে। প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন ৪৭ জন। এছাড়া সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন আরও ২জন। সব মিলিয়ে করোনা ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়েছেন মোট ৭ জন।

বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে থাকা বৃদ্ধের মৃত্যু সিলেটে

সিলেট নগরের নিজ বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে থাকা এক বৃদ্ধ (৬৫) মারা গেছেন। গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে তিনি মারা যান। তবে তিনি করোনা আক্রান্ত নন বলে জানিয়েছেন সিলেটের সিভিল সার্জন।

ওই বৃদ্ধ নগরেরই বাসিন্দা। সম্প্রতি তাঁর ছেলে যুক্তরাজ্য থেকে দেশে এসেছিলেন।

সিলেট সিভিল সার্জন ও জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, এই ব্যক্তি কিডনির জটিলতায় ভুগছিলেন। তাঁর নিয়মিত ডায়ালাইসিস করাতে হতো। ১৪ মার্চ তাঁর ছেলে যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফেরেন। পরে প্রবাসী ছেলে তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে (পৃথক কক্ষে রাখা) রাখার পরামর্শ দেন।

সিলেট জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেজবাহ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘মারা যাওয়া ব্যক্তি হোম কোয়ারেন্টিনে ছিলেন। তাঁর ছেলেরও হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার কথা। কিন্তু তিনি যুক্তরাজ্যে ফিরে গেছেন। আমরা পর্যবেক্ষণকালেও নির্দেশনা দিয়ে এসেছি।’

সিলেটের সিভিল সার্জন প্রেমানন্দ মণ্ডল বলেন, মারা যাওয়া ব্যক্তি ডায়ালাইসিসের রোগী ছিলেন। নিজ বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে ছিলেন। এখন শুধু তিনি নন সারা দেশ কোয়ারেন্টিনে রয়েছে। তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন না, দাফনের ব্যবস্থা করবেন পরিবারের সদস্যরা।

খুলনায় এক পুলিশ সদস্য করোনা

ইউনিটে

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন সন্দেহে এক পুলিশ সদস্যকে (২১) খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে ওই পুলিশ সদস্যকে হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি করা হয়। তিনি খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশে কনেস্টেবল পদে কর্মরত আছেন।

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৩ মার্চ বসন্তে আক্রান্ত হন ওই পুলিশ সদস্য। তখন ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়ি নড়াইলে চলে যান তিনি। ২০ মার্চ থেকে তাঁর গলা ও মাথাব্যথা শুরু হয়। ওই অবস্থায় গতকাল কাজে যোগ দিতে গেলে তাঁর শরীরের অবস্থা খারাপ দেখে তাঁকে হাপাতালে পাঠানো হয়।

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ সুপার রাশিদা বেগম প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক শৈলেন্দ্রনাথ বলেন, ওই পুলিশ সদস্যকে হাসপাতালের করোনা ইউনিটে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তবে চিকিৎসকেরা নিশ্চিত নন তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত কিনা। আজ বুধবার সকালে হাসপাতালের পরিচালক রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে (আইইডিসিআর) ফোন দিয়ে তাঁর রক্তের নমুনা সংগ্রহের অনুরোধ করেছেন।

নিউইয়র্কে করোনাভাইরাসে ৪ বাংলাদেশির মৃত্যু

নিউইয়র্কে করোনাভাইরাসে ২৪ ঘণ্টায় ৪ বাংলাদেশির মৃত্যু প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্কে মঙ্গলবার দুই নারীসহ চারজন মারা গেছেন।

এদের মধ্যে- এলমাস্ট হাসপাতালে ৬০ বছরের আবদুল বাতেন, ৭০ বছরের নূরজাহান বেগম ও ৪২ বছরের এক নারী এবং প্লেইনভিউ হাসপাতালে ৫৯ বছরের এটিএম সালাম।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। নিউইয়র্কে ওই চারজনসহ আট বাংলাদেশি মারা গেছেন করোনাভাইরাসে।

আবদুল বাতেনের বাড়ি নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি, তিনি ব্রুকলিনে বসবাস করতেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মৃত ৪২ বছরের নারীর বাড়ি মৌলভীবাজার জেলায়, তিনি এস্টোরিয়ায় বসবাস করতেন।

রংপুরের এটিএম সালাম ছিলেন ওয়েস্টর বে লং ল্যান্ড এলাকায়। ঢাকার মোহাম্মাপুরের নূরজাহান বাস করতেন এলমাস্ট এলাকায়।

মৃতের স্বজনরা আগে এক দিনে লাশ হাতে পেতেন। এখন হাসপাতালগুলোর ব্যাস্তরার জন্য ২ দিন সময় লাগছে।

বোর্ড অব ইলেকশনের সদস্য মাজেদা আক্তার বলেন, মেয়র অফিস থেকে আমাদের জানানো হয়েছে আক্রান্তদের বেশিরভাগই ট্যাক্সিচালক এবং ডেলিভারি কাজে নিয়োজিত কর্মী।

তাদের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরাও আক্রান্ত হয়েছেন। মাজেদা আক্তার আরও বলেন, আমরা যারা বাংলাদেশি কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য কাজ করি, তাদের মেয়র অফিসে থেকে জানানো হয়েছে– বাংলাদেশি মানুষের মৃত্যু সংবাদগুলো।

আরও বলা হয়েছে, আমরা বাংলাদেশিদের যেন এই ভাইরাস সম্পর্কে আরও সতর্ক করি। বাইরে অযথা ঘোরাফেরা না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে প্রত্যকেকে।

২৩ মার্চ মারা গেছেন ৩৮ বছরের আমিনা ইন্দ্রালিব তৃশা এবং ৬৯ বছরের মোহাম্মদ ইসমত। আগের সপ্তাহে মারা গেছেন মোতাহের হোসেন ও মোহাম্মদ আলী নামের দুই বাংলাদেশি।

সূএ যুগান্তর